আলমডাঙ্গায় কৃষি প্রণোদনায় সরিষা চাষে ঝুঁকছে কৃষকেরা

আলমডাঙ্গা উপজেলার মাঠ এখন হলুদ রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি তার অপরূপে সেজেছে গ্রামীণ জনপদের মাঠ। হলুদ সরিষার খেত গুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমন ধান ওঠার পর হলদে খেতগুলোতে এখন মৌমাছির রাজত্ব। সেই ফুলে মুগ্ধ মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে ফুলে ফুলে পান করছে মধু। তবে হাসিমূখে আবাদি ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কৃষকেরা।

গত বছরের তুলনায় এবছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা চাষে ভালো ফলন হয়েছে। কৃষকেরা খুশি থাকলেও বাজার দর নিয়ে কিছুটা শঙ্কিত রয়েছে। তারপরও ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষায় রয়েছে গ্রামীণ জনপদের কৃষকেরা।

আলমডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন মাঠে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও কৃষি বিভাগ প্রণোদনা দেওয়ায় এবার আবাদ বেশি হয়েছে। এবছর ২ হাজার ৪ শত ৭০ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৩ হাজার হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে।

ডাউকি ইউনিয়নের মাজু ব্লক সুপারভাইজার রফিকুল ইসলাম জানান, এই অঞ্চলে ২ শত ৫৬ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে। সরকারিভাবে কৃষি প্রণোদনার মাধ্যমে সরিষা চাষ বেড়েছে। এবছর সরকারিভাবে বিঘা প্রতি জমিতে ১ কেজি সরিষা বীজের সাথে ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রণোদনার মাধ্যমে দিয়েছে।
খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক আবুল হোসেন বলেন, উপজেলা কৃষি অধিদফতরের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সরিষার বীজ ও সার দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এবার সরিষার ব্যাপক আবাদ হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা ফলন ভালো হয়েছে। সরিষা আবাদে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছে। কোনো সমস্যা হলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিচ্ছেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবাদি সরিষা ঘরে তুলতে পারবো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রেহানা পারভিন জানান,

সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ বছর ১ হাজার ১শ ৫২ হেক্টর জমির কৃষকদের সার ও বীজ দেওয়া হয়েছে। ফলন ভালো পেতে তাঁরা নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁরা এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সরিষা পাবেন বলে আশা করছেন।

আলমডাঙ্গায় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আ ফ ম সিরাজ সামজির প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

আজ সোমবার আলমডাঙ্গা ফরিদপুর গ্রামে তার নিজস্ব প্রতিষ্টান দারুল কুরান নুরানী হাফেজিয়া কওমী মাদ্রাসা কক্ষে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্টিত হয় ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার। বক্তব্য রাখেন সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি সহকারি অধ্যাপক আসিফ জাহান, সাহিত্য পরিষদের ভারপ্রপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক খ.হামিদুল ইসলাম আজম, গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি জামিরুল ইসলাম, সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার।

সাহিত্য পরিষদের সাংগাঠনিক সম্পাদক কবি গোলাম রহমান চৌধুরির উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন মওঃ আতিকুর রহমান, মওঃ মনিরুজ্জামান, মওঃ শাহাবুদ্দিন সাবু, সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রহিম, সিদ্দিকুর রহমান, কবি অহর আলী, নাহিদ হাসান, টিমুনি রহমান, অন্তর হাসানসহ মুসুল্লিগন।

বক্তাগন বলেন, কবি আ ফ ম সিরাজ সামজি একজন অভিজ্ঞ আপাদ মস্তক কবি ছিলেন, যিনি সব সময় দেশপ্রেমের কথা বলেছেন, মানুষের অধিকার পূরণ ও ন্যায্যতা নিশ্চিতের কথা বলেছেন, নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের

উন্নয়ন ও অগ্রগমনের কথা বলেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেননি কখনো। আ ফ ম সিরাজ সামজি ছিলেন একজন বহুমাত্রিক মানুষ।

আলমডাঙ্গার ৫টি প্রতিষ্ঠান মালিককে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫টি দোকানে অভিযান চালিয়ে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে আজ সোমবার দুপুরের দিকে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ পৃথক ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার চাল পট্টিতে উপজেলা সহকারী কমিশার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়। দ্রব্য মূল্যের নিয়ন্ত্রণ ও ও অবৈধ মজুদ বন্ধে বাজার মনিটারিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অভিযানে লক্ষী ভান্ডারের মালিক অসিত কুমারকে ৩০ হাজার টাকা, চাল ব্যবসায়ী আবদার আলী বিশ্বাসকে-৫ হাজার, রুবেল বিশ্বাসকে-৩ হাজার, আশরাফুল হককে - ১ হাজার, জাহিদুল ইসলামকে-১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলার ভারপ্রাপ্ত (ইউএনও) রেজওয়ানা নাহিদ বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ এবং অবৈধ মজুদ বন্ধে বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, চাল বাজারে অস্থিরতা ও অবৈধভাবে গোডাউন জাত বন্ধে বাজার মনিটরিং করা হয়। মেয়াদউত্তীর্ণ আটা, ভূসি বিক্রি ও মজুদের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে আরও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য গুদাম রক্ষণ ভারপ্রাপ্ত (ওসি) এলএসডি আব্দুল আলিম ও পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর মারজাহান মোনায়েমসহ পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃ*ত্যু

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ করেছে। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা গার্লস স্কুলের সামনে মটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখি ভ্যনের এক্সেলে মুখ ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অকালে প্রান হারায়। নাঈম রহমান মুন্না(২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সদরের দশমী পাড়ার মোমিনের ছেলে নাঈম রহমান মুন্না দামুড়হুদা বাজার থেকে নিজের ব্যবহ্ত পালসার-১৫০ সিসি লাল-কালো রংয়ের মোটরসাইকেলের পিছনে চাউলের বস্তা নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে বাড়ি আসছিলো। দামুড়হুদা গার্লস স্কুলের সামনে এসে পৌঁছালে হঠাৎ মোটরসাইকেলের পিছনে থাকা চাউলের বস্তার মুখ খুলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন বস্তা ধরতে গিয়ে সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা রাস্তার উপর বিপরীত দিক থেকে আসা পাখি ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক মুন্না মাথায় ও মুখে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন আহত মুন্নাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেলে রেফার করেন। রাজশাহী মেডিকেলে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আহত মুন্না মৃত্যবরন করেন।

মুন্নার মৃত্যুর খবর দামুড়হুদায় ছড়িয়ে পড়লে পুরো উপজেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। মুন্না ছেলে হিসেবে ছিল খুবই ভালো, সব সময় ছিল নম্র ব্যবহার। উপজেলা জুড়ে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে তার ছিল সুখ্যাতি। দামুড়হুদা মালিক সুপার মার্কেটে স্মার্ট কালেকশনের স্বত্বাধিকারী ছিলো মুন্না। খেলাধুলা করতে সে খুব পছন্দ করতো,

সে একজন চুয়াডাঙ্গার ক্রীড়াঙ্গনের উদীয়মান তারকা ( হ্যান্ডবল+ ভলিবল) ভালো খেলোয়াড় ছিল। তার মৃত্যুতে দামুড়হুদার বিভিন্ন মহল শোক প্রকাশ করেছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ বলেন, মুন্না খুব ভালো ছেলে ছিল, সবার সাথে ওর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। মুন্নার অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। আমরা ওর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং মুন্না’র রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এখলাছ উদ্দিন সুজন বলেন, গতমাসে ডিসেম্বর ১৮ তারিখে, আমার ক্যামেরায় মুন্নার একটি শেষ তোলা ছবি আছে, শেষ দেখাও ওটাই ছিলো। বলেছিলো কাকা এবারও দেখা হবে ঢাকা হ্যান্ডবল মাঠে। কমপ্লিট এথলেট ভদ্র স্পোর্টি তরুণের জীবন প্রদীপ নিভে গেল। মুন্নার রুহের মাগফেরাত কামনা করি। মহান রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাত নসিব করুন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এখনো কারো কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষ

দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়েছে। আহতরা দামুড়হুদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা করেছেন।

উভয় পক্ষের আহতরা হলেন, গোপালপুর গ্রামের আমির হামজার ছেলে

জুড়ানপুর ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম (৫০) আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রুহুল আমীন, অপর পক্ষে একই গ্রামের জালাল মন্ডলের ছেলে মোজাম্মেল ও নুরুল আলমের ছেলে বখতিয়ার হোসেন। হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরে গেছে। এবিষয়ে উভয় পক্ষ দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছে। এক পক্ষের বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত জালাল মন্ডলের ছেলে মোঃ হকাজ্জেল (৪৫) এবং অপর পক্ষের বাদি একই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মো: রুহুল আমীন (৩০)। উভয় পক্ষ প্রায় ১৫ জনের নামে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, গতকাল রোববার সকালে দামুড়হুদা উপজেলার দলকা লক্ষিপুর বিল নিয়ে দুই পক্ষ মারামারি করেছে। এতে উভয় পক্ষের ৪ জন আহত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরে গেছে। দুই পক্ষই দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছে। উভয় পক্ষের মামলা দামুড়হুদা মডেল থানায় প্রক্রিয়াধীন ছিল এবং মারামারির ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দলকা লক্ষিপুর বিল মৎস্য সমবায় সমিতর পক্ষে মামলার বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত জালাল মন্ডলের ছেলে মোঃ হকাজ্জেল বলেন, আমরা নৌকার পক্ষে ভোট করায় দলকার বিলের বিষয় নিয়ে আমাদেরকে স্বতন্ত্র ট্রাকের নেতাকর্মীরা হামলা চালাচ্ছে। আবার ওপর পক্ষ দলকা বিলে হেমায়েতপুর প্রগতি মৎসজীবী সমবায় সমিতির পক্ষে পাহারাদার ও মামলার বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মো: রুহুল আমীন বলেন, আমরা স্বতন্ত্র ট্রাকের পক্ষে ভোট করায় দলকার বিলের বিষয় নিয়ে নৌকার পক্ষের লোকজন আমাদের উপরে হামলা চালাচ্ছে। তাদেরকে বিলে মাছ ধরতে নিষেধ করলেও তারা জোরপূর্বক বিলে মাছ ধরে এবং আমাকে সহ একজন ইউপি সদস্যকেও মারধর করে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি মো: আলী আজগার টগর এমপির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, দুই পক্ষের মামলা রেকর্ড হয়েছে। আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

# [redacted]

[redacted]

আপনারা পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। সেজন্য আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজকের মাস্টার প্যারেডে নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য সকল ফোর্সকে GS মার্ক এবং ১০০(একশত) টাকা অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হলো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার,পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) সাইফুল ইসলাম, ডিএসবি সকল অফিসার ইনচার্জ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা সভাপতিত্বে রবিবার সকাল এগারোটার সময় জানুয়ারি মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সময় পুলিশ সুপার কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসার-ফোর্সদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধানসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা ক্যাম্প ফাঁড়িতে দাপ্তরিক ব্যবহার্য জিনিস-পত্রাদি প্রদান করেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় এবং দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় ভালকাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ জীবননগর থানা এসএম জাবীদ হাসান, জেলা গোয়েন্দা শাখার শ্রেষ্ঠ এসআই (নিঃ) মোঃ রফিকুল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ এএসআই (নিঃ) মোঃ আশরাফুজ্জামান, শ্রেষ্ঠ এসআই(নিঃ) (থানা ফাঁড়ি ক্যাম্প পর্যায়ে) এসআই(নিঃ) মোঃ দিদারুল ইসলাম,

শ্রেষ্ঠ এএসআই(নিঃ) (থানা ফাঁড়ি ক্যাম্প পর্যায়ে) এএসআই(নিঃ) মোঃ সাইদুর রহমান, বিশেষ পারফরমেন্স (সর্বোচ্চ সাজা ওয়ারেন্ট তামিল) এএসআই(নিঃ) মোঃ রেয়াজুল ইসলাম সহ সর্বমোট ৩২(বত্রিশ) জনকে পুলিশ সুপার ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

মাসিক কল্যাণ সভায় পুলিশ সুপার বলেন, ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ যেমন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, তদ্রূপ অসন্তোষজনক পারফরম্যান্সের জন্য তিরস্কার করা হবে। সকলের ঐক্যবদ্ধ চেস্টায় জেলা পুলিশের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।স্বাস্থ্য সেবাসহ ফোর্সের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশের প্রতিটি স্থাপনাসহ আশপাশ এলাকা পরিস্কার পরিছন্ন রাখতে হবে এবং মেসে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন নিশ্চিত করতে হবে।

উক্ত কল্যাণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার,পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) সাইফুল ইসলাম, ডিএসবি সকল অফিসার ইনচার্জ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স।

দামুড়হুদায় ওরা বন্ধু সংঘ’র পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ

দামুড়হুদায় ওরা বন্ধু সংঘ’র উদ্যোগে “উষ্ণতার ছোঁয়ায় আমরা,এই শীতে শীতবস্ত্র নিয়ে আপনাদের পাশে” স্লোগানকে ধারণ করে বিগত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরেও শীতার্ত বিধবা, গরীব, দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন। উপজেলার চারটি ইউনিয়নের

দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন,এ বছরে কিছু মানুষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় আজকে অর্ধ শতাধিক মানুষের হাতে “ওরা বন্ধু সংঘ” দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গার পক্ষ থেকে উপজেলা সদরের আশপাশের গ্রামের অসহায়, দরিদ্র, বিধবা ও বয়স্কদের হাতে শীত নিবারনের জন্য শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আরো কিছু শীতবস্ত্র আগামী বুধবারের মধ্যে বৃদ্ধা, অসুস্থ প্যারালাইসিজ রোগে বিছানায় রয়েছেন তাদেরকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপস্থিত সুবিধাভোগীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,আপনাদের মাঝে এই শীতে শীতবস্ত্র তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে। এই শীত আসেন কারো কাছে রং বাহারির পোশাক গায়ে জড়ানো, আবার কারো কারো কাছে বেঁচে থাকার লড়াই। এই শীতে উপস্থিত সহ তাদের পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধাদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি উপস্থিত সকলের নিকট যাদের সহযোগিতায় শীতবস্ত্র বিতরণ করতে পারছি তাদের ও তদের পরিবারের জন্য দোয়া কামনা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৫২২ তম সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের ১৫২২ তম পদধ্বনি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫২২তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, বনলতা,শহিদুল ইসলাম,হুমায়ুন কবীর,সুমন মালিক,কাজল গুরু,এম এ মামুন,আবু নাসিফ খলিল, আনছার আলী, সুমন ইকবাল,শিনোনাম মেহেদী, খোন্দকার রোকনুজ্জামান, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।

স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহয়োগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান এবং চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ।ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা কবি ডব্লিউ বি ইয়েট’র উপর আলোচনা করেন সহযোগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল। অনুভূতি ব্যক্ত করেন ডা. হেদায়েত উল্লাহ, কাজল মাহমুদ,মতিয়ার রহমান,শেখ পিন্টু এবং হোসেন মোহাম্মদ ফারুক ।অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাব থেকে পদত্যাগ করলেন তানভির সোহেল

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাব থেকে পদত্যাগ করেছেন সাংবাদিক তানভির সোহেল। তিনি আজ শুক্রবার রাতে প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদকসহ প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন।

তিনি দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন ও জাতীয় দৈনিক সমকালের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।

আলমডাঙ্গায় মূল ধারার যে ক’জন সাংবাদিক দীর্ঘদিন যাবত সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন এর মধ্যে তিনি অন্যতম। আজ শুক্রবার তিনি তার পদত্যাগ পত্র সাংগঠনিক সম্পাদকের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।